R.N. No.2532/87 Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483-264271
M-9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভূ-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৯ ২৩শে মে ২০১২ | নগদ মূল্য : ২ টাকা বার্ষিক : ১০০ টাকা

পুলিশের অসহযোগিতাকে চাপা দিয়ে কৃতিত্বের সংবাদ বার হচ্ছে দৈনিকে

নিজস্ব সংবাদদাতা: জঙ্গিপুর পুর এলাকার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গোলাম মাওলার মেয়ে জঙ্গিপুর গার্লস হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী শবনম সাহানা ১৩ ফেব্রুয়ারী স্কুল থেকে আর বাড়ী ফেরেনি। ঐ দিনই রঘুনাথগঞ্জ থানায় শবনমের বাবা গোলাম মাওলা মিসিং ডায়েরী করেন (নং ১২৮ তাং- ১৪/২/১২)। তদন্তকারী অফিসার শান্তি রায়ের মধ্যে কোন তৎপরতা দেখা যায় না। এদিকে অপহরণকারীরা মোবাইলের একই নম্বরে ক্রমাগত ভয় দেখিয়ে যায়। মোবাইলের নম্বর উল্লেখ করে পুনরায় জি.ডি করেন (নং ৮৯৭, তাং- ২২/২/১২) গোলাম মাওলা। তাদের পাশের বাড়ীর মেয়ে রুমা খাতুন এই পাচারের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত জানতে পেরে শবনমের কাকা গোলাম জিকিরিয়া রুমা খাতুনের বিরুদ্ধে আরও একটা জি.ডি (নং ৫৬/১২/ তাং- ১/৩/১২) করেন। কিন্তু পুলিশের মধ্যে কোন হেলদোল দেখা যায় না। পাচারকারীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়। ফোনে ২,৫০০০০ টাকার মুক্তিপণ দাবী করে। আই.সি লোকমান হোসেন শবনমের বাবা গোলাম মাওলার চোখের জলের কোন দাম দেন না। 'মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে আসুন তারপর আমি দেখছি' - এটাই তাঁর শেষ কথা। মেয়ের প্রাণের তাগিদে গোলাম রসুল খবর পেয়ে অসম পর্যন্ত যান। কিন্তু ওখানে কোন পাত্তা করতে না পেরে ঘুরে আসেন। এস.পি হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে দেখা করলে তাঁর অবেদনের গায়ে জঙ্গিপুরের এস.ডি.পি.ওকে এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন এস.পি। সময় গড়িয়ে যায়। পুলিশ (শেষ পাতায়)

প্রচন্ড তাপ আর আর্দ্রতায় বিপন্ন দেশবাসী

বিশেষ প্রতিবেদক: শেষ পর্যন্ত চল্লিশ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গেল তাপমাত্রা। কলকাতা পুড়ছে, দুক্ষিণবঙ্গ পুড়ছে। নিম্নচাপ অক্ষরেখা উত্তরবঙ্গ ও উত্তরপূর্ব ভারতের দিকে সরে যেতেই, গ্রীষ্মদেব স্ব-মূর্ত্তিতে ভাস্বর। মালদহ, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়া মিলে গোটা দক্ষিণবঙ্গে শুরু হয়ে গেছে তাপপ্রবাহ। তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা সমানতালে পাল্লা দিয়ে ছুটছে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে এখনই তাপমাত্রা ৪২-৪৩ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। কলকাতা ইতিমধ্যেই ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গেছে। দমদমে ৩৯। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে দেওয়া হয়েছে তাপপ্রবাহের হুঁশিয়ারি। উত্তরবঙ্গের তিন জেলাতেও একইরকম সতর্কীকরণ। মফস্সলের জেলাগুলির মত কলকাতা-দমদমের তাপমাত্রা হয়তো চড়চড় করে বাড়ছে না, কিন্তু তাতে কী! গুমোট গরমে সেখানকার লোক হাঁসফাঁস করছেন। কারণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা পৌঁছে গিয়েছে ৯৮ শতাংশে। আর্দ্রতা ও তাপ মিলে তৈরি করছে এক প্রচন্ড গরমের পরিমন্ডল, যাতে ঘামের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে শরীরের অতিরিক্ত লবণ-জল। ফলে মানুষ আরও কাহিল হয়ে পড়ছে। শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে তাই খাওয়া চাই নুন-চিনির জল, গ্লুকন-ডি, যবের (শেষ পাতায়)

বর্ষপূর্তির ম্লান মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা: ২৩মে-র বিকেলে গুটিকতক সমর্থক নিয়ে সেখ ফুরকানের ব্যান্ডবাদ্যসহ মিছিল চোখে পড়ার মতো হলো না। বরং নানা প্রশ্ন দাঁড় করিয়ে দিল। দুর্দিনের পরিচিত লড়াকু নেতারা একজনও ছিলেন না মিছিলে। রাণীনগরের ও শহরের বারংবার শাসক দলে পাল্টি খাওয়া কিছু ধান্দাবাজ লোককে শহরের মানুষ বিরক্তিভাবে মিছিলে দেখলো। সদ্য যাদের নিয়ে ব্লক কমিটি করা হয়েছে তারাও অনুপস্থিত। যারা শহরে ও আশপাশে সংগঠন করছিলেন এবং সত্যি যাদের গণসংযোগ আছে তারা নাকি জানেই না এভাবে মিছিল বার হবে। যেমন তারা এখনও জানে না টাউন কমিটি কবে কেন বাতিল করা হয়েছে?

লিচু গাছ থেকে পড়ে গিয়ে ছাত্রের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা: রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের গিরিয়া হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র সৌকত সেখ (জনি) গাছ থেকে লিচু পাড়তে গিয়ে ডাল ভেঙে পড়ে যায় গত ১১ মে দুপুরে। জনির বাবা মিঠিপুরের বাসিন্দা আলি হোসেন আশংকাজনক অবস্থায় ছেলেকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জনিকে বহরমপুরে স্থানান্তরিত করে। সেখান থেকে কোলকাতা এন.আর.এস হাসপাতালে। সেখানে ১৬ মে জনি মারা যায়। লিচু বা আম গাছের মগ ডালে চেপে ফল পারার রেওয়াজ ঐ অঞ্চলে প্রত্যেকটি বাগানে চালু আছে বলে জনৈক গ্রামবাসী জানান।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪১৯

প্রখর তপন তাপে

চরাচর জুড়িয়া আজ ছড়িয়া ছিটিয়া পড়িতেছে মুঠো মুঠো রোদ্দুর। রোদ্দুর তো নয়, যেন দীপ্ত চক্ষু রুদ্র সন্ন্যাসীর রক্ত চক্ষুর বিচ্ছুরিত অগ্নিছটা। ছড়াইয়া পড়িতেছে, মাঠ প্রান্তরে। গ্রাম গঞ্জে পুকুরে নদীতে - কোথায় নয়। সর্ব্বত্রই যেন তাহার ফণার বিস্তার। দগ্ধ তাম্র দিগন্তের ভাল। প্রজ্জ্বলিত যেন লোলুপ চিতাগ্নি শিখা। সর্ব্বত্রই তাহার দহন জ্বালা।

অসহ্য তাহার দাবদাহ। কেমন যেন একটা অস্বস্তি ভাব। মাঠ শুকাইতেছে, মাঠ ফাটিতেছে। পুকুরে পুষ্করিণীতে জলাভাব। পথে ঘাটে ত্রস্ত পদ মানুষের ছুটোছুটি। আতপ্ত ধরণীতল। জ্যৈষ্ঠের দুপুর জুড়িয়া কেমন যেন মৌন নিস্তব্ধতা। মধ্যাহ্ন প্রকৃতি যেন ভারী পোয়াতির মতন নড়বড়ে হইয়া অলিগলিতে ঝিমাইতেছে। আগুন ঝলসানো দমকা হাওয়ায় তাহার রুদ্ধশ্বাস হাঁসফাঁসানি। তাই বুঝি কালো দীঘি জলে গাছের ছায়ারা নামিতেছে গাহন করিতে। নিদ্রিত মাঠ নির্জন ঘাট যেন কাহার মায়া তন্দ্রাতুর চক্ষে অবসন্ন দৃষ্টি মেলিয়া রহিয়াছে। ঝিঝির পাখার মতন কাঁপিতেছে ভরা দুপুরের রোদ্দুর দূরে - অনেক দূরে - সুদূর দিগন্তে। নিদাঘের মদিরায় চারিদিক যেন বেঘোর।

তাপের পারদ বাড়িতেছে। অসহ্য তাহার জ্বালা। অঙ্গ জুড়িয়া কেমন যেন আলস্যভরা ক্লান্তি। পাখিরাও গান বন্ধ করিয়া দিয়াছে নিদাঘের তপ্ত দুপুরে। একটা থমথমে মৌনতা। গাছের পত্রদল ঝিমাইতেছে নেশাগ্রস্তের মতন। সমস্ত প্রকৃতি জগৎ, প্রাণী জগৎ, মনুষ্য জগত জুড়িয়া মূর্চ্ছাতুর অবস্থা। সকলের মতো চাতকের কণ্ঠেও একফোঁটা জলের তৃষ্ণা। জলের আর্তি সকলের বুক জুড়িয়া - প্রার্থনা শুধু গৈরিক বসন পরিহিত বৌদ্ধ ভিক্ষুক আনন্দেরই নয়, চরাচরের সমস্ত জীবের - জল দাও মোরে জল দাও ... কণ্ঠে আমার তৃষ্ণা, তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।

দগ্ধ তাম্র দিগন্তের ভালে সঞ্চারিত হউক পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ- তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে। নামিয়া আসুক শান্তি, আসুক স্বস্তি। মর্মভেদী দাহ, দুঃখ, দহন জ্বালার হউক অবসান। জ্যৈষ্ঠের আকাশ জুড়িয়া নামিয়া আসুক আষাঢ়ের মেঘমায়া, শান্তি ক্লান্তি যাক ঘুচিয়া, ভৈরব হর্ষে সূচনা হউক নববর্ষার। শতেক যুগের কবিদের মিলিত কণ্ঠে হউক তাহার পূর্ণতা মাঙ্গলিকী, অভ্যর্থনার নান্দিপাঠ। মুখরিত হউক চরাচর, হউক বনবীথিকা। এখন শুধু তাহারই পদধ্বনির প্রতীক্ষা। আর দহন নয়, রসের বর্ষণ। জ্বালা নয়, শান্তির জল। রিক্ততা নয় পূর্ণতা।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুল প্রসঙ্গে

গত সপ্তাহে জঙ্গিপুর সংবাদ-এ রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের সংবাদ পড়ে রীতিমত বিচলিত বোধ করছি। শহরের বুকে একটা ঐতিহ্যবাহী স্কুলে এই ধরনের পরিবেশ গড়ে উঠেছে - শহরের মানুষ কেউ টের পাননি। না অন্য আর পাঁচটা বিষয়ের মতো এটাও পাশ কাটিয়ে গেছেন। আমি পাশ কাটাতে পারছি না কারণ আমার ছেলে ওখানে পড়ে। স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষক এই প্রতিকূল অবস্থা থেকে স্কুলকে রক্ষা করতে না পারলে পদত্যাগ করুন। আমরা দেখি কিছু করতে পারি কিনা। মীনা দাশ, রঘুনাথগঞ্জ

তিনি সেই নজরুল

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা তুফান
উল্কা একটা
আরেক বুঝি তারার দেশের ফুল
একদিন এই তিনের হঠাৎ
হ'ল কি ভুল?

সেই নজরুল নেই কে বলে?
এক্কেবারে ভুল।
বাংলা ভাষায় তিন এক সে
উল্কা, তুফান, ফুল।

- প্রেমেন্দ্র মিত্র

জ্যৈষ্ঠের দীপ্র দাবদাহের মধ্যেই তাঁর জন্ম। সাহিত্যের আকাশে তাঁর উপস্থিতি ধুমকেতুর মতই। স্থায়িত্ব স্বল্প সময়ের কিন্তু আলোড়ন প্রচন্ড, আলোকের বিস্তার দিগন্ত প্রসারী। যেন দৃষ্টি বিভ্রম বিচ্ছুরিত আক্ষোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। আবির্ভাব লগ্নেই কণ্ঠে চড়া সুর, জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর। তা নিখাদ নির্ঘোষ। সদ্য যুদ্ধ প্রত্যাগত তিনি। সৈনিকের মন, মানসিকতা, মেজাজ। কিন্তু জীবনচরণে বোহেমিয়ান। তিনি তাই করেন 'যখন চাহে এ মন যা।'

'বিদ্রোহী' কবিতা নিয়ে সাহিত্যের আঙিনায় তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। সে অন্য সুরে অন্য কথা। কথাতো নয় যেন রক্তলেখা। অগ্নিবীণায়, বিষের বাঁশিতে, ফণিমনসায় তার উচ্চারণ, উদ্ভাস, অনুরণন। বীরের মতই এলেন, দেখলেন, জয় করলেন জনচিত্ত। তাঁর 'বিদ্রোহী' পড়ে বুদ্ধদেব বসু বললেন - এমন কখনও পড়িনি। অসহযোগের দীক্ষার পর মনপ্রাণ বা কামনা করছিল এ যেন তাই। দেশব্যাপী উদ্দীপনায় এ-ই যেন বাণী।

দেশ জুড়ে তখন অসহযোগ আন্দোলন। খিলাফৎ আন্দোলন, কমিউনিস্ট আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের জোয়ার। তার অভিঘাত লাগলো সৈনিক কবির হৃদয় উপকূলে। উদ্বেলিত, উচ্ছ্বলিত হলো তাঁর অন্তর। ওদিকে জারের শাসন থেকে রুশ দেশের মুক্তি কবি চিত্তকে করে তুললো উল্লসিত, উৎসাহিত। কবি সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ধরলেন দীপক রাগের সুর - বাঁধলেন অগ্নিবীণায়, বিষের বাঁশিতে। যুদ্ধ থেকে ফিরে মুখোমুখি হলেন তিনি আরেক যুদ্ধের। সে যুদ্ধ পরাধীনতার বিরুদ্ধে, জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। বুকে তাঁর বিষ জ্বালা।

(চলবে)

ফুলের জলসায়

শীলভদ্র সান্যাল

দে পুড়িয়ে বস্তা-পচা শাস্ত্রগুলা মোটামোটা-
রাখ দেখি তোর ভন্ডামিটা, নামাবলী টিকিফোঁটা!
কী হবে তোর অহং খুয়ে, খাবি কি তুই শাস্ত্র ধুয়ে?
বাগিয়ে ভুঁড়ি তুই যে দেখি বিশালবপু চর্বিমোটা!
ফুল শুঁকে তুই ফুলবাবু যে! স্বভাবসিদ্ধ ভদ্রলোক!
কী হবে ওই বিজ্ঞাপনে দেবস্থানে শ্বেতফলক!
গঙ্গাস্নানে মন্ত্রপাঠে তোর যে বৃথা সময় কাটে
জ্ঞানশলাকার খোঁচা খেয়ে খুলবি কবে অন্ধচোখ!
নকল ছেড়ে আসল যেটা, দেয় কি ধরা তোর নয়নে?
নারা'ন শিলা ফেলে দিয়ে দেখ দরিদ্র-নারায়ণে!
ঘরেতে যাঁর মা-ভবানী, নিলেন ভিক্ষা পাত্র খানি
ছল ভরে ওই যোগীশ্বরে, বল তো দেখি কী কারণে?
লাভ হয়না কিচ্ছু ওরে মা'র চরণামৃত পানে
ময়লা-ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা দেখ ভিখারি মায়ের পানে!
চিনিস নারে আসল মাকে! পূজা করিস পাষাণ মাকে।
হাড়হাভাতে মা হাত পাতে, কেউ দেখেনা 'সুসন্তানে'।
দেবতা যদি দেখবি ওরে, আয় ছেড়ে তুই প্রাসাদ-চূড়ো
চালার ঘরে কুলায় পোড়ে যৌবন আর কাঠের গুঁড়ো।
রাজসূয় ওই যজ্ঞ শেষে লক্ষ প্রজা খেল এসে
কিন্তু সবার সেরা বিদুর, কৃষ্ণে দিলেন যে-খুদ-কুঁড়ো।
ভোগ দিয়ে তুই ভক্তিভরে পূজিস ঘরে নন্দলালা
আদুল গায়ে পথে ঘুরে বেড়ায় কত চিকণ কালা
আয়কে তবে ঠাকুর ফেলে দেখরে তাদের দু'চোখ মেলে
আপন করে নেবে তাদের সাজিয়ে নিয়ে বরণ-ডালা।
আর কতদিন থাকবি ওরে নিজের সাথে মিথ্যাচারে-
গুলবাগিচায় বুলবুলি তুই! গাইবি রে গান ফুলবাহারে!
অন্ধরাতে দেখরে চেয়ে, আসছে ছুটে পাগলি মেয়ে!
উঠছে হেসে এলোকেশে সাতনরীহার রত্নহারে!
গঙ্গাজলের শুচিবাইয়ে হোসনে নকল সাধুবাবা
তফাৎ কিছু নাইকো ওরে মন্দির আর গীর্জা কাবা।
বাঁধাবুলির তোতাপাখি, ফাঁকি দিয়ে পড়লি ফাঁকি
কী হবে তোর রক্তবসন, এবং চোখের রক্তআভা!

এ-সব উদার বজ্রবাণী ভুলেছি তাঁর হায়রে সবই
পূজার ছলে শুকায় মালা, রয় পড়ে তাঁর করুণ ছবি!
বিস্মরণে আবারিয়া কোথায় গেছেন দুখু মিঞা
হায়রে ফুলের জলসা-ঘরে বসে থাকেন নীরব কবি।।

আদিবাসী মহিলা ক্ষেতমজুর জখম

সাগরদীঘির সেখদীঘি গ্রামে ক্ষেতমজুরের কাজ করতে আসেন ঝাড়খন্ডের বাড়মাসিয়া গ্রামের মারানবুড়ি সোরেন(৫৫)। কাজ সেরে জাতীয় সড়কের ধারে অন্যদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হঠাৎ একটা অ্যাম্বাসাডার তাকে ধাক্কা মারে। রক্তাক্ত আদিবাসী মহিলা রাস্তার ধারে পড়ে যান। অল্প দূরে একটা পালটি খাওয়া লরির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন সাগরদীঘি থানার এস.আই জনৈক নারাণবাবু। তাঁর সঙ্গে অ্যাম্বাসাডার চালকের কি কথা হয় কেউ জানে না। এরপর এস.আই এর উদ্যোগে আহত মহিলাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে এ্যাম্বাসাডারটি উধাও হয় চিকিৎসা খরচের প্রতিশ্রুতি দিয়েও। ঘটনাটি ১০মে-র।

দিবে কোন প্রতিদান

হরিলাল দাস

আরও এক ভাষা শহীদ দিবস উনিশে মে। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ পালন অনুষ্ঠান যে বছর চলছিল সেই বছরই কাছার সংগ্রাম পারিষদের বাংলা ভাষার দাবিতে আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালিয়ে এগারো জন বাঙালিকে নিহত করে চালিহা সরকার কেন্দ্রীয় বাহিনীর মদতে। সেদিন ছিল পাঁচুই জ্যৈষ্ঠ, উনিশে মে।

ভাষা শহীদ হলেন - (এক) কমলা ভট্টাচার্য, বয়স ষোল, ম্যাট্রিক দিয়েছিল, (দুই) কানাইলাল নিয়োগী, সাঁইত্রিশ বছর, রেলের কর্মচারী, (তিন) হিতেন বিশ্বাস, শিলচরে অম্বিকা পাট্টতে ভগ্নীপতির আশ্রিত, (চার) চন্ডীচরণ সূত্রধর, বাইশ, পেশায় কাঠমিস্ত্রি, (পাঁচ) শচীন্দ্র পাল, উনিশ বছর, ম্যাট্রিক দিয়েছিল, (ছয়) কুমুদ দাস, রেলস্টেশনে স্টল-বয়, (সাত) সত্যেন্দ্র দেব, চল্লিশ বছর, অসরকারী চাকুরে, (আট) ধীরেন্দ্র সূত্রধর, কাঠমিস্ত্রি, (নয়) সুকোমল পুরকায়স্থ, ১৯৫৯ সালে 'বঙ্গাল খেদা' উৎপীড়নে ব্যবসাচ্যুত, (দশ) সুনীশ সরকার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, (এগারো) তরণী দেবনাথ, একুশ বছর, বয়নযন্ত্র চালাতেন। সেদিন যে ত্রিশজন আহত হন তাঁদের একজন কৃষ্ণকান্ত বিশ্বস, চব্বিশ বছর ধরে ভুগে ভুগে শিলচর মেডিক্যাল কলেজে প্রয়াত, ১৯৮৫ সালে। কৃষ্ণকান্তকে দ্বাদশ ভাষা শহীদের সম্মান দেওয়া হয়েছে।

একমাত্র মহিলা শহীদ ভাষা শহীদ স্মরণে মনীশ ঘটক লেখেন 'শিলচরের কমলা ভট্টাচার্যের মায়ের কান্না' (৪ জুন, ১৯৬৯) -

'সে যে বলে গেল জান দেব তবু জবান কখনো দেব না
ভাত বেড়ে রেখো, ফিরে এসে খাবো, না এলেও
মাগো ভেবো না।'

কেন একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস? ঐতিহাসিক ঘটনা। ব্রিটিশ শাসক বিপ্লবী বাঙালিকে সবদিকে দুর্বল করতে বঙ্গভঙ্গ করার চক্রান্ত করে। বাঙালির জাতিসত্তা সে আঘাতে জেগে উঠে লাগাতার আন্দোলনে বঙ্গভঙ্গ রদ করে। বাঙালির এই ঐক্যশক্তিকে ভয় পেয়ে গেল ভারতীয় স্বদেশিরা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাতে ব্রিটিশদের সহায়ক হল হিন্দি বলয়ের ক্ষমতা লোলুপ নেতারা। তাই তো সুভাষচন্দ্রকে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব থেকে সরাতে কৌশল করলেন অহিংসর পূজারিও। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে হাতিয়ার করে বাংলা ভাগ ত্বরান্বিত করা হলে ১৯৪৭ সালের বোঝাপড়ার আপোষী স্বাধীনতা বাঙালিকে স্থায়ীভাবে হীনবল করল। কিন্তু পদ্মার ঢেউরে -। ওপারে পূর্বপাকিস্তান মেনে নিল না উর্দুভাষার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। ভাষা আন্দালন শুরু হয়ে গেল। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পাকসেনার গুলিতে নিহত হলেন - আবুল বরকত, রফিকুদ্দিন আহম্মদ ও আব্দুল জব্বার। পরদিন শহীদ হলেন শফিউর রহমান, আব্দুস আউয়াল, কিশোর অহিউল্লাহ্ এবং নাম না-জানা আরও কয়েকজন। তবু আন্দোলন থামে নি। শেষে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম ভাষা বলে মেনে নিতে বাধ্য হয় ২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ সালে। এখানেই শেষ নয় - ভাষা আন্দোলন রাষ্ট্র ব্যবস্থা। পরিবর্তনের সংগ্রামের রূপ নিয়ে, অনেক রক্তের বিনিময়ে জন্ম দিল স্বাধীন বাংলাদেশের ১৯৭১ সালে। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার উঠেপড়ে লাগলেন, একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদ দিবসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করতে তৎপর হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯১৯ সালে ইউনেসকোর স্বীকৃতি লাভ আন্তর্জাতিক 'মাতৃভাষা দিবস' রূপে।

অথচ উনিশে মে-র বাংলাভাষাপ্রেমী শহীদদের আত্মদান কীভাবে সফল হয়েছে ভারতে? নেহরু-ফক্রু-চালিহার দল বুলেট দিয়ে আন্দোলন স্তব্ধ করতে না পেরে বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষার অধিকার অসম সরকার মেনে নিয়েও নানা কূটকৌশলের দ্বারা সে অধিকার প্রতিনিয়ত খর্ব করে যাচ্ছে। যদিও ১৯শের আন্দোলনের ধারাবাহিকতা কেবল অসম সরকারের বিরুদ্ধেই নয়, হিন্দির লাগাতার আগ্রাসন, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ক্ষতিকারক দিক যা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মুখ থেকে বাংলাভাষা কেড়ে নিচ্ছে - যেসব বাঙালি মাতৃভাষার বিরুদ্ধে কাজ করছে, তাদের সবার কবল তেকে বাঙালির জাতিসত্তার পরিচায়ক বাংলা ভাষা তথা মাতৃভাষা রক্ষার লড়াই কে লড়বে আজ? এ রাজ্যে বাঙালি কি করছেন? এ দুর্দশা থেকে মুক্তির সক্রিয় পথ নিতে হবে না?

তথ্যঋণ: মায়ের ভাষা - সূর্যসেনা পরিবার, ও অন্যান্য গ্রন্থ।

SEA GREENAGE GROUP OF COMPANIES

- SEA GREENAGE VALLEY PROJECT LTD.
- SEA GREENAGE BUILDCON (P). LTD.
- SEA GREENAGE TOURS (P.) LTD.
- SEA GREENAGE BROADCASTING (P.) LTD.
- SAMPARK WELFARE TRUST

Regd. off. - Bijayram, Burdwan, West Bengal, 742189
Corp. Off - Green, Nimtala, Berhampur, West Bengal
Mobile-9232659933 / 9153563471
E-mail -barjahan33@gmail.com

website-www.seagreeae.com wwwgreeagebuildcon.com

(পুলিশের অসহযোগিতা.....১ম পাতার পর)

কিছু করে না। এরপর ঘটনাটা নিয়ে সরব হন 'কমিটি ফর প্রটেকট ডেমোক্রাটিক রাইট এন্ড সেকুলারিজম'-এর রাজ্য কমিটির সদস্যা অনুরাধা ব্যানার্জ্জী। তাঁর নেতৃত্বে এলাকার মানুষ এস.ডি.পি.ও ওয়াংদেন ভুটিয়ার কাছে ডেপুটেশন দিতে যান। কাজের দোহাই দিয়ে গাড়ীতে চাপার মুখে এস.ডি.পি.ও বাধা পান। বিক্ষোভকারীরা তাঁর গাড়ী ঘেরাও করে তাদের বক্তব্য শুনতে বাধ্য করেন। এরপর মানবাধিকার সংগঠনের (সি.পি.ডি.আর.এস কমিটির) তৎপরতায় অসমের নওগাঁ এলাকার প্রভাবশালী বক্তি মোসারফ হোসেন, জেলা কালেকটারেট অফিসার অসীম রায়, জননেতা কান্তিময় দেবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবং অনুরাধা ব্যানার্জ্জী ও বহ্নিশিখার সম্পাদক তপন মুখার্জীর ঐকান্তিক চেষ্টায় অসমের আন্তর্জাতিক নারী পাচারচক্রের কবল থেকে স্থানীয় পুলিশ শবনমকে উদ্ধার করে কোর্টে চালান দেয়। অসম বিচারবিভাগ মুর্শিদাবাদের পুলিশকে মেয়েটিকে নিয়ে যাবার জন্য জানায়। এরপর যথারীতি আই.ও শান্তি রায় চার জন পুরুষ ও দুজন মহিলা পুলিশ নিয়ে অসম রওনা দেন। ফরাক্কা থেকে ট্রেন ধরার জন্য এখান থেকে টাটা সুমোর ভাড়া, অসমে যাবতীয় খরচ এবং ট্রেনের টিকিটের দাম সব কিছু নাকি বহন করতে হয় মেয়ের বাবাকে। এটাই কি পুলিশের কৃতিত্ব? এরপরেও পুলিশের অসহযোগিতাকে চাপা দিয়ে মিথ্যে বাহাদুরিকে সংবাদ করে দৈনিকে খবর বার হচ্ছে। এটা কি সুস্থ সাংবাদিকতা না অন্য কিছু?

(তাপ ও আদ্রতা .....১ম পাতার পর)

ছাতুর সরবত, কাঁচা পেঁয়াজ সহযোগে পান্তাভাত। গ্রীষ্মের সঙ্গে লড়ার এত কিছুর নিদান থাকা সত্ত্বেও অস্বস্তি তবু কাটছে কই? এপ্রিল মাসের শেষ দু'সপ্তাহে অবস্থা তবু আয়ত্তে ছিল, কারণ মাঝে-মধ্যেই কালবৈশাখী হয়েছিল, তেমন ভারি বৃষ্টি না হলেও বৃষ্টি হয়েছিল। আবহাওয়ায় জলীয় বাষ্পও ছিল বেশ। ফলে আকাশে মাঝে-মাঝেই মেঘের আনাগোনা লক্ষ্য করা গেছে। মাঝারি রকমের ঝড়-জলও হয়েছে এখানে-ওখানে। কিন্তু তারপরেই অবস্থাটা বদলে গেল। কেন? আবহবিদ্‌দের ব্যাখ্যা : গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ওপর নিম্নচাপ অক্ষরেখা থাকায় দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল জলীয়বাষ্পের ভান্ডার হ'য়ে উঠেছিল। অক্ষরেখাটি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে উত্তরমুখী হওয়ায়, ওড়িশা-ঝাড়খন্ডের শুকনো গরম বাতাস হু-হু করে ঢুকতে শুরু করেছে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। ফলে, মানুষের অস্বস্তি বাড়িয়ে তাপমাত্রাও তেড়ে ফুঁড়ে উঠেছে। আই-পি-এল ক্রিকেটে ছক্কা মারার প্রতিযোগিতার মত, তাপমাত্রার দৌড়ে কলকাতা, জেলাগুলির সঙ্গে সমানতালে টক্কর দিয়ে চলেছে! ইতিমধ্যেই সাড়ে চল্লিশ ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলেছে। ২৮/৫/১৯০৮ সালে কলকাতা সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা তুলেছিল ৪৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এখন পর্যন্ত নথিভুক্ত রেকর্ড এটাই। এখন দেখার, এই রেকর্ড এবার কতদূর যাচ্ছে! আবহবিদদের মতে, পরিমন্ডলে বায়ুপ্রবাহের যা অবস্থা, তাতে একদিনে তাপমাত্রা চার ডিগ্রি বেড়ে যাওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু এমনটি হওয়ার কারণ কী? কলকাতায় ৪১ ডিগ্রি তাপমাত্রা কদাচিৎ ঘটে। মে মাসের প্রথম থেকেই নিম্নচাপ-অক্ষরেখা বা ঘুর্ণাবর্তের ফলে শহরের আকাশে যথেষ্ট মেঘ ছিল। ফলে, তাপমাত্রা বাড়ছিল না। কিন্তু উত্তর শহরতলির কিছু-কিছু জায়গায় বৃষ্টি হতেই জলীয় বাষ্পের ভান্ডার ফুরিয়ে এল। এতে পশ্চিমী জেলাগুলি থেকে গরম বাতাস ঢুকে পড়ল মহানগরীর ফুসফুসে। ফলে, ঘাম উড়ে গিয়ে চোখে-মুখে আগুনের হল্‌কা।

এই সাড়া ফেলে দেওয়া গরমে কেমন আছে মুর্শিদাবাদ? তাপমাত্রার দৌড়ে এখনও বোধহয় কয়েক কদম পিছিয়ে, তাই খবরের কাগজে নাম তুলতে পারেনি। তা না পারুক, কিন্তু আমরা তো মালুম করছি অবস্থাটা। অগ্নিবর্ষী বাতাসের ঝাপটায় যেন লু বইছে। দোকানপাট সামান্য কিছু খোলা। খাদ্যাভ্যাসে অরুচি, বাক্যালাপে অনীহা। গৃহবন্দী মানুষ, অফিস বন্দী চাকুরিজীবী। ঘরে ঘরে ফ্যান ঘুরছে - কিন্তু গরম হাওয়ার ছোঁওয়ায় স্বস্তি নেই। দিনে দু'তিন বার করে স্নান, তবু তাপমাত্রার হাত থেকে রেহাই নেই। শুধু সারা দুপুরভর কাঠের কারখানায় একটানা কাঠ-চেরাইয়ের শব্দ আর কামারশালে হাতুড়ির 'ঠকাঠাইঠাঁই' মনটাকে কেমন উদাস করে তোলে। মরুশিখার এই ছবি অবশ্য কমবেশি প্রায় সব জেলাতেই। তবে এখানে যেটা দেখার, তা হল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হল্লা করে গঙ্গার ঘাটে ঝাঁপাই পেটা। ক্ষণিকের জন্য হলেও মনে যেন স্নিগ্ধতার পরশ বুলিয়ে দেয়। রাজ্য সরকার বিদ্যালয়গুলিতে আগাম-গ্রীষ্মের ছুটি ঘোষণা করে দিয়েছেন। এটা অবশ্যই ভাল খবর। কিন্তু এই হাঁসফাঁসানি গরমের কাছ থেকে মুক্তির দিশা কোথায়? সে দিশা দিতে পারে একমাত্র বৃষ্টি। দারুণ অগ্নিবাণে জর্জর পৃথিবীর বুকে কবে আসবে সেই অমৃতলোকের বার্তা?

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩/২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

মহেন্দ্রলাল দত্তের ছাতা

প্রসিদ্ধ মহেন্দ্রলাল দত্তের ছাতা, ব্যাগ ও রেন কোট এখন কোলকাতার দামে এখানেও পাবেন।

পরিবেশক : চন্দ্রস্ সিন্ডিকেট
রঘুনাথগঞ্জ পন্ডিত প্রেসের মোড়

দোকান ঘর ভাড়া
রঘুনাথগঞ্জ, বাজারপাড়া
(ষষ্ঠীতলার নিকট)
যোগাযোগ-৮১৪৫৯৩১২৬০

ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে
রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া এলাকায় দুই কামরার সম্পূর্ণ পৃথক নতুন ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ-৮৯২৬১৩০৫৩৩/৯৭৩৫২৩২৯৬৪

জঙ্গীপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না

জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob.-9434442169/9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।